ক্রাউন প্রসিকিউটারদের জন্য কোড্ (নিয়মাবলী)

ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস হল ইংল্যান্ড ও ওয়েলস্-এর প্রধান সরকারী কর্তৃপক্ষ যাদের উপরে সরকারের পক্ষে মামলা চালানোর দায়িত্ব থাকে এবং এর প্রধান হলেন ডাইরেক্টর অফ্ পাবলিক প্রসিকিউশনস্। পার্লামেন্টে এই সার্ভিসের পক্ষে জবাবদিহির জন্য থাকেন অ্যাটর্নি জেনারেল।

৪২টি অঞ্চল নিয়ে গঠিত ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। প্রত্যেক অঞ্চলের প্রধান হলেন একজন চীফ্ ক্রাউন প্রসিকিউটর এবং এই অঞ্চলগুলির প্রত্যেকটি একটি একক পুলিস বাহিনীর ক্ষমতাধীন অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত। এর মধ্যে লন্ডনকেও একটা অঞ্চল বলে ধরা হয়। পুলিস যে কেসগুলি তদন্ত করে সেই কেসগুলিতে মামলা চালানোর জন্য এটা ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

যদিও ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস পুলিসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে কাজ করে কিন্তু এটা তাদের থেকে একটা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সংস্থা। ক্রাউন প্রসিকিউটরদের যে স্বাধীন ভাবে কাজ করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেটার একটা মৌলিক সাংবিধানিক গুরুত্ব রয়েছে। ন্যায্য ও পক্ষপাতশূণ্যভাবে ও সততার সঙ্গে মামলাগুলিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যা অপরাধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, সাক্ষী, বাদী এবং জনসাধারণের জন্য সুবিচার প্রদানে সাহায্য করে থাকে।

ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস অন্যান্য বিভাগের তদন্তকারী এবং মামলা চালনাকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করে।

১৯৮৫ সালের প্রসিকিউশন অফ্ অফেন্স অ্যাক্ট (অপরাধীর বিচারের জন্য মামলা সংক্রান্ত আইন)-এর সেকশন 10 অনুসারে ক্রাউন প্রসিকিউরটদের জন্য একটা কোড্ (নিয়মাবলী) প্রকাশের দায়িত্ব ডাইরেক্টর অফ্ পাবলিক প্রসিকিউশনস-এর উপর ন্যস্ত আছে। মামলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার সময়ে যে সাধারণ নীতিগুলি প্রয়োগ করতে হবে এই কোডে সেই বিষয়ে নির্দেশ পাওয়া যাবে। এটা হল কোডের পঞ্চম সংস্করণ এবং এর দ্বারা আগের সব সংস্করণগুলি বাতিল করা হল। ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের যে সব কর্মী আইনের সেকশন 7A অনুযায়ী ডাইরেক্টর অফ্ পাবলিক প্রসিকিউশনস্ দ্বারা নিযুক্ত হয়েছেন এবং ওই সেকশনের অধীনস্থ বিষয়গুলিতে কাজ করবার ক্ষমতা পেয়েছেন, এই কোডে 'ক্রাউন প্রসিকিউটর' বলতে তাঁদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

© ক্রাউন কপিরাইট ২০০৪
এই কোড কপি করতে গেলে ক্রাউন প্রসিকিউশন
সার্ভিসের কাছে আবেদন করতে হবে।

১ ভূমিকা

১.১ কোনও একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার সিদ্ধান্ত নেওয়া একটা গুরুতর পদক্ষেপ। আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ন্যায্য ও কার্যকরী ভাবে মামলা চালানো প্রয়োজন। এমন কি একটা ছোট মামলার ক্ষেত্রেও জড়িত সকল ব্যক্তি - যাঁরা অপরাধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, সাক্ষী ও প্রতিবাদী (অভিযুক্ত ব্যক্তি)-র উপর একটা গুরুতর প্রভাব পড়ে থাকে। মামলা চালানোর বিষয়ে যাতে ন্যায্য এবং পূর্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় সেই জন্য ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস 'কোড ফর ক্রাউন প্রসিকিউটরস্' প্রয়োগ করে থাকে।

১.২ যাতে ন্যায়বিচার করা সম্ভব হয় সেটা সুনিশ্চিত করার জন্য ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের যে ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত এই কোড সেটা করতে সাহায্য করে। পুলিস অফিসার ও অন্যান্য যাঁরা ক্রিমিনাল জাসটিস সিস্টেম (ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা)-এ কাজ করেন এবং জনসাধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই কোডে আছে। কোনও ব্যক্তিকে অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত করবেন কিনা সেই সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব যখন পুলিস অফিসারদের উপর আসে তখন তাঁরা অবশ্যই কোডের মধ্যে যে ব্যবস্থাগুলির কথা বলা হয়েছে সেগুলি প্রয়োগ করবেন।

১.৩ ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস কার্যক্ষেত্রে যে আদর্শ মেনে চলে সেটা যাতে সকলের জানা থাকে তা সুনিশ্চিত করবার জন্যও এই কোড রচিত হয়েছে। যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, সাক্ষী এবং প্রতিবাদী সকলের প্রতি সার্ভিসে নিযুক্ত ব্যক্তিরা এই একই আদর্শ অনুসরণ করেন যা তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার করায় সাহায্য করে এবং মামলার কাজও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।

২ সাধারণ নীতিগুলি

২.১ প্রত্যেকটি কেসই স্বতন্ত্র এবং প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে যে তথ্য পাওয়া গেছে, সেটা কতটা নির্ভরযোগ্য তার উপর ভিত্তি করেই কেসটি বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু কিছু সাধারণ নীতি আছে যেগুলি, যে ভাবে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস প্রত্যেকটি কেসকে বিবেচনা করবেন, তার প্রতিটি ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রযোজ্য হবে।

২.২ ক্রাউন প্রসিকিউটররা অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ, স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ হবেন। তাঁরা কোনমতেই বিচারাধীন ব্যক্তি, অপরাধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা সাক্ষীর জাতিগত অথবা দেশগত পূর্বপরিচয়, অক্ষমতা (ডিসেবিলিটি), স্ত্রী/পুরুষ, ধর্মবিশ্বাস, রাজনৈতিক মতামত বা যৌন প্রবণতা সম্পর্কীয় কোনও ব্যক্তিগত মতামত দ্বারা তাঁদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত হতে দেবেন না। কোনও উৎস থেকে কোনও অনৈতিক বা অনাবশ্যক চাপে তাঁরা কখনই নত হবেন না।

২.৩ যে ব্যক্তি যে অপরাধ করেছেন শুধু সেই অপরাধের জন্যই যাতে সেই ব্যক্তির বিচার হয় সেটা নিশ্চিত করা ক্রাউন প্রসিকিউটরদের কর্তব্য। তার জন্য ক্রাউন প্রসিকিউটররা অবশ্যই সর্বসময় ন্যায় বিচার লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করবেন, শুধু কোনও একজনকে দোষী সাব্যস্ত করবার জন্য নয়।

২.৪ তদন্ত ও বিচার চলাকালীন ক্রাউন প্রসিকিউটররা অবশ্যই তদন্তকারীদের নির্দেশ ও পরামর্শ দেবেন। এর মধ্যে পড়তে পারে, কোন্ কোন্ দিকে তদন্ত চালানো উচিত, কি কি সাক্ষ্যপ্রমাণ প্রয়োজন আছে এবং অভিযোগ আনার আগের কর্মপদ্ধতিতে সাহায্য করা। যে সব ক্ষেত্রে প্রমাণের অভাব রয়েছে সে ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করা ও সম্ভব হলে সেই অভাব পূরণ করা এবং আরও তদন্ত চালিয়ে গেলেও যে সব মামলার কোনও স্বরাহা হবে না, সেই সব কেসগুলি আগেই নিস্পত্তি করার কাজে ক্রাউন প্রসিকিউটররা বিশেষভাবে তৎপর হবেন।

২.৫ এই কোডে যে আদর্শের কথা বলা হয়েছে, ক্রাউন প্রসিকিউটরদের কর্তব্য হল সেই আদর্শ অনুসরণ করে মামলাগুলিকে পর্যালোচনা করা, আইনের পরামর্শ দেওয়া ও মামলা পরিচালনা করা যাতে সুনিশ্চিত করা যায় যে আইনের যথাযথ প্রয়োগ, আদালতের সামনে প্রাসঙ্গিক সকল সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ এবং ডিসক্লোসার (তথ্য উদ্ঘাটন)-এর আইনগত বাধ্যবাধকতাকে মান্য করা হচ্ছে।

২.৬ ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস হল ১৯৯৮ সালের হিউম্যান রাইটস অ্যাক্ট (মানব অধিকার বিষয়ক আইন) প্রয়োগের ব্যাপারে দায়িত্বশীল সরকারী কর্তৃপক্ষ। ক্রাউন প্রসিকিউটররা অবশ্যই এই আইন অনুসারে ইউরোপীয়ান কনভেনশন অফ্ হিউম্যান রাইটস (মানব অধিকার বিষয়ক ইউরোপীয় সমাবেশ)-এর আদর্শ প্রয়োগ করবেন।

৩. মামলা দায়ের করবার সিদ্ধান্ত

৩.১ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারী অপরাধের অভিযোগ আনা হবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব, এবং যদি অভিযোগ আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাহলে সেই অভিযোগ কি হবে সেটা স্থির করার দায়িত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে ক্রাউন প্রসিকিউটরদের উপর। এই কোড অনুসরণ করে এবং 'অভিযোগ আনার বিষয়ে ডাইরেক্টরের নির্দেশ' অনুযায়ী ক্রাউন প্রসিকিউটররা এই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। সাধারণতঃ ছোটখাট ও মামুলি কেসের ক্ষেত্রে যেখানে কি অভিযোগ আনা হবে সেটা পুলিসকেই স্থির করতে হবে, সেখানে তারাও সেই একই পদ্ধতি অনুসরণ করে।

৩.২ কি অভিযোগ আনা হবে সেটা ক্রাউন প্রসিকিউটররা 'ফুল কোড টেস্ট' (নিচের বিভাগ ৫ দেখুন) অনুসারে স্থির করেন, কয়েকটি সীমিত ক্ষেত্রে যেখানে 'থ্রেশোল্ড টেস্ট' (নিচের বিভাগ ৬ দেখুন) প্রযোজ্য সেইগুলি ছাড়া।

৩.৩ সন্দেহভাজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবার পরে যখন তাকে হাজতে রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে অথচ ফুল কোড টেস্ট প্রয়োগ করবার মত যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ তখনও জোগাড় করা সম্ভব হয়নি, সেই সব ক্ষেত্রে থ্রেশোল্ড টেস্ট প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

৩.৪ ক্রাউন প্রসিকিউটর থ্রেশোল্ড টেস্ট অনুসারে অভিযোগ আনার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে তদন্তের কাজ কিভাবে অগ্রসর হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে, যত তাড়াতাড়ি বাস্তবে করা সম্ভব মামলাটিকে অবশ্যই ফুল কোড টেস্ট অনুযায়ী পর্যালোচনা করতে হবে।

৪. পর্যালোচনা

৪.১ পুলিসের কাছ থেকে যখনই কোনও কেস ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের হাতে আসে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই, মামলা দায়ের করা উচিত হবে কিনা সেটা সুনিশ্চিত করার জন্য কেসটিকে পর্যালোচনা করে দেখা হয়। থ্রেশোল্ড টেস্ট প্রযোজ্য না হলে, ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস কেবল সেই সব কেসে মামলা দায়ের করবে অথবা মামলার কাজ চালিয়ে যাবে, যেখানে কেসটি ফুল কোড টেস্টের দুটি পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

৪.২ পর্যালোচনার কাজ অব্যাহত ভাবে চলতে থাকবে এবং পরিস্থিতিতে কোনও পরিবর্তন ঘটলে সেটা ক্রাউন প্রসিকিউটররা অবশ্যই বিবেচনা করে দেখবেন। যদি তাঁরা ভিন্ন অভিযোগ আনতে চান অথবা মামলা তুলে নেবার কথা চিন্তা করেন তাহলে সম্ভব হলে, তাঁরা প্রথমেই পুলিসের সঙ্গে কথা বলবেন। যদি তাঁরা মনে করেন যে কিছু বাড়তি সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড় করতে পারলে মামলার কাজে সুবিধা হতে পারে তাহলেও তাঁরা নিশ্চয়ই পুলিসকে সে কথা জানাবেন। এর দ্বারা পুলিস আরও তথ্য সরবরাহ করবার একটা সুযোগ পাবে, যার ফলে হয়তো মামলার ফল প্রভাবিত হতে পারে।

৪.৩ ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস ও পুলিস ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করে থাকে কিন্তু কোনও অভিযোগ আনা অথবা মামলা দায়ের করা হবে কিনা সেই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব থাকে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের উপর।

৫. ফুল কোড টেস্ট

৫.১ ফুল কোড টেস্টের দুটি পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায়ে সাক্ষ্যপ্রমাণগুলি বিবেচনা করে দেখা হয়। যদি কোনও কেস সাক্ষ্যপ্রমাণ বিবেচনার পর্যায় থেকে উত্তীর্ণ না হতে পারে তাহলে কোনও ভাবেই সেটা পরবর্তী পর্যায়ে যাবে না, সেটা কেস যতই গুরুত্বপূর্ণ বা গুরুতর হোক না কেন। যদি কোনও কেস সাক্ষ্যপ্রমাণ বিবেচনার পর্যায় থেকে উত্তীর্ণ হতে পারে তখন ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস সেটাকে অবশ্যই দ্বিতীয় পর্যায়ে নিয়ে যাবে এবং জনসাধারণের স্বার্থে মামলা দায়ের করা প্রয়োজন কিনা সেটা বিবেচনা করে দেখবে। সাক্ষ্যপ্রমাণ ও জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনার পর্যায় দুটি নিচে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে।

সাক্ষ্যপ্রমাণ বিবেচনার পর্যায়

৫.২ প্রত্যেক কেসে অভিযুক্ত প্রত্যেক প্রতিবাদীকে 'দোষী সাব্যস্ত করার বাস্তবিক সম্ভাবনা' আছে এই মর্মে ক্রাউন প্রসিকিউটরদের অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে। প্রতিবাদীর পক্ষে কিভাবে মামলা চালানো হতে পারে এবং তা কিভাবে বাদী পক্ষের মামলাকে প্রভাবিত করবে সেটা তাঁরা অবশ্যই বিবেচনা করে দেখবেন।

৫.৩ দোষী সাব্যস্ত করার বাস্তবিক সম্ভাবনা হল একটি নিরপেক্ষ পরীক্ষা পদ্ধতি। তার অর্থ হল জুরীরা বা ম্যাজিস্ট্রেটদের বেঞ্চ বা বিচারক যদি কেবলমাত্র মামলার বিবরণ শোনেন ও আইন অনুযায়ী উচিত মত কাজ করেন তাহলে তাঁদের অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উক্ত অপরাধের জন্য নির্দোষ সাব্যস্ত করার থেকে দোষী বলে সাব্যস্ত করবার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। ফৌজদারী আদালত থেকে যে পরীক্ষা তাদের অবশ্যই করতে হবে এটা তার থেকে একটা স্বতন্ত্র পরীক্ষা। আদালত যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারে, তখনই কেবল তারা অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করবে।

৫.৪ মামলা দায়ের করবার জন্য যথেষ্ট প্রমাণাদি আছে কিনা সেই সিদ্ধান্ত নেবার সময়ে ক্রাউন প্রসিকিউটরদের এটা অবশ্যই বিবেচনা করে দেখতে হবে যে সাক্ষ্যপ্রমাণগুলি ব্যবহার করা যাবে কিনা এবং সেগুলি বিশ্বাসযোগ্য কিনা। এই রকম বহু কেস হবে যেখানে সাক্ষ্যপ্রমাণাদি সম্পর্কে কোনও উদ্বেগের কারণ থাকবে না। কিন্তু আবার এমন কেসও হবে যেখানে প্রমাণগুলি প্রথম বিবেচনায় যতটা নির্ভরযোগ্য মনে হয়েছিল, পরে দেখা যাবে ততটা নয়। ক্রাউন প্রসিকিউটররা নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি অবশ্যই নিজেদের জিজ্ঞাসা করবেন :

প্রমাণগুলি কি আদালতে ব্যবহার করা যাবে ?

ক আদালতে প্রমাণগুলি পেশ করতে দেওয়া হবে না, এমন সম্ভাবনা আছে কি ? কিছু কিছু আইনগত নিয়মকানুন আছে যার জন্য এমনও হতে পারে যে, যে প্রমাণগুলি প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে সেগুলি মামলার সময় ব্যবহার করা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ, যে প্রক্রিয়াতে প্রমাণগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে এমন কি হতে পারে যে সেই জন্যই সেটা কোর্টে দাখিল করা যাবে না ? যদি তাই হয় তাহলে অন্যান্য প্রমাণ যা আছে সেগুলি কি বাস্তবিক ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট হবে ?

প্রমাণগুলি কি নির্ভরযোগ্য ?

খ এমন কি কোনও প্রমাণ আছে যেটা সত্য বা মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে কিনা সেটা নির্ভর করছে কোনও একটা স্বীকারোক্তি নির্ভরযোগ্য কিনা তার উপর ? নির্ভরযোগ্যতা কি অভিযুক্ত ব্যক্তির বয়স, বুদ্ধি বা বোঝবার ক্ষমতা ইত্যাদি কারণে প্রভাবিত হতে পারে ?

গ অভিযুক্ত ব্যক্তি কি কারণ দেখিয়েছেন ? সামগ্রিক সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে আদালত কি সেই কারণকে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করতে পারে ? এর দ্বারা কি একটা নির্দোষ ব্যাখ্যাকে কি সমর্থন করা যেতে পারে ?

ঘ অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপরিচয় নিয়ে যদি কোনও প্রশ্ন ওঠার সম্ভাবনা থাকে, এই বিষয়ে প্রমাণাদি কি যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য?

ঙ কোনও সাক্ষীর পূর্ব ইতিহাসের দ্বারা কি বাদী পক্ষের মামলা দুর্বল হবার সম্ভাবনা আছে ? উদাহরণস্বরূপ, সাক্ষীর কি কোনও অভিসন্ধি আছে যার ফলে মামলার বিষয়ে তাঁর মতামত প্রভাবিত হতে পারে, বা অতীতে তিনি কি কখনও দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন যেটা এই ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

চ কোনও সাক্ষীর বক্তব্য সঠিক বা বিশ্বাসযোগ্য কিনা সেই বিষয়ে কি কোনও উদ্বেগের কারণ আছে ? এই উদ্বেগ কি কোনও প্রমাণের উপর ভিত্তি করে নাকি সেটা শুধু এমন একটা খবর যেটাকে সমর্থন করবার মত কোনও প্রমাণ নেই ? সাক্ষীর বক্তব্যকে সমর্থন করতে পারে অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারে এমন কি আরও কোনও প্রমাণ আছে যা খুঁজে বার করবার জন্য কি পুলিসকে অনুরোধ করা উচিত হবে ?

৫.৫ কোনও প্রমাণ ব্যবহার করা যাবে কিনা বা নির্ভরযোগ্য কিনা সেই বিষয়ে অনিশ্চয়তা আছে বলে ক্রাউন প্রসিকিউটরদের পক্ষে কোনও প্রমাণকে অগ্রাহ্য করা উচিত হবে না। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করার বাস্তবিক সম্ভাবনা আছে কিনা সেটা বিচার করার জন্য এই প্রমাণগুলিকে ভালো ভাবে পরীক্ষা করে দেখা উচিত হবে।

জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনার পর্যায়

৫.৬ ১৯৫১ সালে লর্ড শক্রস, যিনি তখন অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলেন, জনসাধারণের স্বার্থ সম্বন্ধে এই অবিস্মরণীয় উক্তিটি করেছিলেন যা তার পরের সব অ্যাটর্নি জেনারেলের সমর্থন পেয়েছে। "এই দেশে কোনও দিনও এমন নিয়ম ছিল না - আমার আশা কোনও দিন এমন নিয়ম করাও হবে না - যে নিয়মবলে সন্দেহজনক ফৌজদারী অপরাধ হলেই সেই বিষয়ে অবশ্য মামলা দায়ের করা হবে।" (হাউস অফ্ কমনসে বিতর্ক, ভল্যুম ৪৮৩, কলাম ৬৮১, ২৯শে জানুয়ারী ১৯৫১)।

৫.৭ প্রত্যেকটি কেস, যেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করার বাস্তবিক সম্ভাবনা আছে বলে বিশ্বাস করবার মত যথেষ্ট প্রমাণ হাতে আছে, সেখানে জনসাধারণের স্বার্থের কথা অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে। যদিও কোনও বিশেষ কেসের ক্ষেত্রে মামলা দায়ের করার বিরুদ্ধে জনসাধারণের স্বার্থ সম্পর্কীয় কারণ থাকতে পারে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মামলা দায়ের করা উচিত হবে এবং বিচারের রায় দেবার সময়, বিবেচনার জন্য আদালতের কাছে সেই কারণগুলি পেশ করা হবে। মামলা চালানোর বিরুদ্ধে জনসাধারণের স্বার্থ সম্পর্কীয় যে কারণগুলি আছে তা যদি স্পষ্টতঃই মামলা চালানোর পক্ষের জনসাধারণের স্বার্থ সম্পর্কীয় কারণগুলির অনুপাতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয় অথবা, সকল পরিস্থিতি বিবেচনা করার পর যদি উক্ত ব্যক্তিকে মামলার হাত থেকে নিষ্কৃতি দেওয়াটাই অধিক উপযুক্ত বলে মনে করা হয়।

৫.৮ ক্রাউন প্রসিকিউটররা মামলার পক্ষে ও বিপক্ষে বর্তমান কারণগুলিকে অবশ্যই সতর্ক ও ন্যায্য ভাবে তুলনামূলক বিচার করে দেখবেন। জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারণগুলি যা মামলা দায়ের করবার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে তা সাধারণতঃ নির্ভর করে অপরাধ কতটা গুরুতর বা অপরাধে অভিযুক্ত সন্দেহভাজন ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর। কোনও কোনও কারণ হয়তো মামলা দায়ের করবার প্রয়োজনীয়তাকে বাড়াতে পারে কিন্তু আবার অন্য কারণও থাকে যার দ্বারা হয়তো ভিন্ন একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করাটাই বিধেয় মনে হবে।

নিচে জনসাধারণের স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাধারণ কারণগুলির একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। মামলার পক্ষে ও বিপক্ষে দুই ধরনের কারণই এখানে আছে যদিও এই তালিকায় সব কিছু অন্তর্ভুক্ত করা যায় নি। প্রত্যেক কেসের তথ্যের উপর নির্ভর করবে কোন্ কারণগুলি সেখানে প্রযোজ্য হবে।

মামলা দায়ের করবার পক্ষে কয়েকটি কারণ যা জনসাধারণের স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট

৫.৯ অপরাধ যত গুরুতর হবে, জনসাধারণের স্বার্থে মামলা দায়ের করবার সম্ভাবনা ততই বাড়বে। মামলা করার প্রয়োজন হতে পারে যদি :

ক দোষী সাব্যস্ত হলে একটা গুরুতর শাস্তি হবার সম্ভাবনা থাকে ;

খ দোষী সাব্যস্ত হলে বাজেয়াপ্ত করবার বা অন্য কোনও অর্ডার দেবার সম্ভাবনা থাকে ;

গ অপরাধের সময় কোনও অস্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে অথবা হিংসাত্মক ব্যবহার দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করা হয়ে থাকে ;

ঘ সরকারী কাজে নিযুক্ত কোনও ব্যক্তির (উদাহরণস্বরূপ, কোনও পুলিস বা জেলের অফিসার, বা নার্স) বিরুদ্ধে অপরাধ ঘটে থাকে ;

ঙ অভিযুক্ত ব্যক্তি একটা ক্ষমতাশালী বা বিশ্বাসভাজন পদে আসীন ছিলেন ;

চ সাক্ষ্যপ্রমাণে প্রকাশ পেয়ে থাকে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি একটা দুষ্কৃতিকারীদের দলনেতা বা অপরাধের পরিচালকের ভূমিকায় ছিলেন ;

ছ প্রমাণ থাকে যে আগে থেকে পরিকল্পনা করে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে ;

জ প্রমাণ থাকে যে দলবদ্ধ ভাবে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে ;

ঝ অপরাধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি একজন অসহায় মানুষ, যাকে গুরুতর ভাবে ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে, ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ, ক্ষতি বা বিরক্ত করা হয়েছে ;

ঞ কোনও শিশুর উপস্থিতিতে বা তার খুব কাছাকাছি কোনও জায়গায় অপরাধ সংঘটিত হয়েছে ;

ট অপরাধের ফলে যিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন সেই ব্যক্তির জাতিগত বা দেশজ পূর্বপরিচয়, অক্ষমতা, স্ত্রী/পুরুষ, ধর্মবিশ্বাস, রাজনৈতিক মতামত বা যৌন প্রবণতার বিরুদ্ধে বৈষম্যই অপরাধের কারণ বা এই কারণগুলির কোনও একটির জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি আক্রমণাত্মক ব্যবহার করেছেন ;

ঠ অভিযুক্ত ব্যক্তি ও অপরাধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির বয়সে বা মানসিক বয়সে বিরাট তফাৎ থাকে, অথবা যদি এর মধ্যে একটা দুর্নীতির ছাপ থাকে ;

ড অভিযুক্ত ব্যক্তি আগে একই ধরনের অপরাধে দোষে দোষী সাব্যস্ত হয়ে থাকেন বা যদি তাঁকে সাবধান করে দেওয়ার ঘটনা ঘটে থাকে ;

ঢ অভিযুক্ত ব্যক্তি যখন অপরাধ করেছেন বলে অভিযুক্ত হয়েছেন তখন তাঁর উপর আদালতের কোনও অর্ডার জারী ছিল।

ণ এই অপরাধ আবার ঘটতেই থাকবে বা পুনর্বার সংঘটিত হবার সম্ভাবনা আছে বলে যদি বিশ্বাসের কারণ থাকে, উদাহরণস্বরূপ, যদি একই ধরনের কাজ বারে বারে করবার পূর্ব ইতিহাস থাকে ;

ত অপরাধ, হয়তো খুব গুরুতর নয় কিন্তু যে অঞ্চলে সেটা ঘটেছে সেই অঞ্চলে যদি ব্যাপক ভাবে ঘটতে থাকে বা

থ কমিউনিটির মধ্যে আত্মবিশ্বাস বজায় রাখার জন্য যদি মনে করা হয় যে মামলা করলে তার একটা উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক প্রভাব কমিউনিটির উপর পড়বে।

মামলা দায়ের করবার বিপক্ষে কয়েকটি কারণ যা জনসাধারণের স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট

৫.১০ মামলা দায়ের করবার প্রয়োজনীয়তা কমবে যদি :

ক আদালতে খুব সামান্য একটা সাজা দেওয়া হবে বলে মনে করা হয় ;

খ ইতিমধ্যেই একটা রায় দেওয়া হয়ে থাকে যেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে একটা সাজা দেওয়া হয়েছে এবং আবারও দোষী সাব্যস্ত হলে বাড়তি সাজা বা অর্ডার দেওয়া হবে এমন সম্ভাবনা কম, যদি না এই ক্ষেত্রে অপরাধের প্রকৃতি এমনই হয় যাতে মামলা দায়ের করা দরকার অথবা, অভিযুক্ত ব্যক্তি আগে কোনও একটি অপরাধকে বিবেচনার মধ্যে নেওয়া হবে বলে সম্মত হয়েছিলেন কিন্তু পরে তিনি সেটা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন ;

গ যথার্থই ভুলবশতঃ বা ভুল বোঝাবুঝির কারণে যদি অপরাধ ঘটে থাকে (এই কারণগুলি অবশ্যই অপরাধের গুরুত্বের সঙ্গে তুলনা করে দেখতে হবে) ;

ঘ অপরাধের ফলে যে ক্ষতি হয়েছে সেটাকে সামান্য বলে বর্ণনা করা যেতে পারে এবং সেটা একবারই ঘটেছে, বিশেষ করে যদি দেখা যায় যে সেটা ঘটেছে বোঝার ভুলে ;

ঙ যখন অপরাধের ঘটনার সময় এবং বিচারের দিনের মধ্যে যদি অনেক দিনের তফাৎ থাকে, যদি না:

- অপরাধ গুরুতর হয় ;
- অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজেই অংশতঃ এই দেরির জন্য দায়ী ;
- অপরাধের কথা কেবল খুব অল্পদিন আগে জানা গেছে ; বা
- অপরাধ এমনই জটিল প্রকৃতির যে তার ফলে দীর্ঘদিন ধরে তদন্ত চলেছে ;

চ এই ধরনের মামলা অভিযুক্ত ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর একটা ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে, সর্বসময়েই অপরাধের গুরুত্বের কথা মনে রাখতে হবে ;

ছ অভিযুক্ত ব্যক্তি একজন বৃদ্ধ মানুষ অথবা, অপরাধ সংঘটনের সময় বা বর্তমানে কোনও বড় ধরনের শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন, যদি না অপরাধ খুবই গুরুতর হয় বা আবার একই অপরাধ ঘটতে পারে এমন একটা বাস্তব সম্ভাবনা থাকে। কিভাবে একজন মানসিক ভাবে অসুস্থ অপরাধীর সম্পর্কে ব্যবস্থা নিতে হয় সেই সম্বন্ধে হোম অফিস থেকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস প্রয়োজন হলে সেই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে থাকেন। একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি যিনি কোনও বড় ধরনের শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন তাঁকে মামলার হাত থেকে নিষ্কৃতি দেবার ইচ্ছা ও জনসাধারণকে সুরক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা, ক্রাউন প্রসিকিউটরদের অবশ্যই এই দুই অবস্থার মধ্যে তুলনা করে দেখতে হবে।

জ যে ক্ষতি হয়েছিল অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই ক্ষতি পূরণ করে দিয়েছেন (তবে অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন বলেই যে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে মামলা বা সাজা থেকে অব্যাহতি পাবেন, তা যেন কখনই না হয়); বা

ঝ যে সব তথ্য প্রকাশিত হবে তার ফলে যারা তথ্য জুগিয়েছেন তাঁদের, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বা জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষতি হতে পারে।

৫.১১ জনসাধারণের স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিনা সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া কেবল পক্ষে ও বিপক্ষে কতগুলি কারণ আছে সেটা যোগ করার মত সহজ নয়। ক্রাউন প্রসিকিউটররা অবশ্যই প্রত্যেক কেসের ক্ষেত্রে প্রতিটা কারণ কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা বিবেচনা করে তবেই সামগ্রিক একটা মূল্যায়ন করবেন।

অপরাধের ফলে যিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাঁর সঙ্গে জনসাধারণের স্বার্থের সম্বন্ধ

৫.১২ সলিসিটররা যে ভাবে তাঁদের নিজের মক্কেল বা তাঁদের পরিবারের জন্য মামলা লড়েন ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস সে ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তাঁর পরিবারের জন্য কাজ করে না। ক্রাউন প্রসিকিউটররা জনসাধারণের তরফে কাজ করেন এবং কেবল কোনও ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থে নয়। জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনা করবার সময়, মামলা করা বা না করায় অপরাধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির উপর কি প্রভাব পড়বে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তাঁর পরিবার যদি কোনও মতামত প্রকাশ করে থাকেন, সেগুলিও ক্রাউন প্রসিকিউটরদের সর্বদাই বিবেচনা করে দেখতে হবে। যাই হোক, ক্রাউন প্রসিকিউটরের উপরেই সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে।

৫.১৩ যে কেসের সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি জড়িত আছেন সেই কেসের বিষয়ে যদি এমন কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যেটা কেসকে উল্লেখযোগ্য ভাবে পাল্টে দিতে পারে, সেই ক্ষেত্রে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে যেন সে কথা জানানো হয়। আগে থেকে স্থির করে রাখা পদ্ধতি অনুযায়ী যাতে কাজ হয় সেটা ক্রাউন প্রসিকিউটর অবশ্যই নিশ্চিত করবেন।

৬ থ্রেশোল্ড টেস্ট

৬.১ থ্রেশোল্ড টেস্ট-এর আবশ্যিক শর্ত হল যে ক্রাউন প্রসিকিউটরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সন্দেহভাজন ব্যক্তি অপরাধটি করেছেন বলে অন্ততঃপক্ষে বাস্তবিক একটা সন্দেহ আছে কিনা, এবং যদি তা থাকে তাহলে জনসাধারণের স্বার্থে সন্দেহভাজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হবে কিনা।

৬.২ থ্রেশোল্ড টেস্ট সেই সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে অভিযোগ আনার পরে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে জামিনে খালাস করা যুক্তিসম্মত হবে না, কিন্তু ফুল কোড টেস্ট করবার মত যথেষ্ট প্রমাণাদি এখনও পাওয়া যায় নি।

৬.৩ একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হবে বা ছেড়ে দেওয়া হবে সেই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত পৌঁছবার আগে কত দিন পুলিসের হাজতে তাকে আটক রাখা সম্ভব তার একটা বিধিবদ্ধ সীমা আছে। এমন পরিস্থিতিও হতে পারে যখন পুলিস হাজতে বন্দী সন্দেহভাজন ব্যক্তি জামিনে একবার ছাড়া পেলে তার ফিরে না আসার বেশ বড় রকমের একটা ঝুঁকি রয়েছে, কিন্তু যে সময়ের মধ্যে অভিযোগ আনা বা না আনার সিদ্ধান্ত নিতে হবে সেই সময়সীমার মধ্যে অধিকাংশ প্রমাণ জোগাড় করা সম্ভব নাও হতে পারে। সেই সব পরিস্থিতিতে ক্রাউন প্রসিকিউটররা একটা সীমিত সময়ের জন্য থ্রেশোল্ড টেস্ট প্রয়োগ করবেন।

৬.৪ প্রত্যেক কেসে প্রমাণাদি সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে হলে অনেকগুলি কারণ বিবেচনা করে দেখা আবশ্যিক, যার মধ্যে পড়বে :

- এখনই হাতে যে প্রমাণগুলি আছে ;
- আরও কি কি প্রমাণ সংগ্রহ করার সম্ভাবনা আছে এবং সেই প্রমাণগুলি কতদূর গ্রহণযোগ্য হবে ;
- আরও প্রমাণ যে সংগ্রহ করা যাবে সেই বিশ্বাস কতটা যুক্তিযুক্ত ;
- সেই প্রমাণ পেতে কত দিন সময় লাগবে এবং তা পাবার জন্য কি কি কাজ করা হচ্ছে ;
- যে প্রমাণ পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে, মামলার উপর সেগুলির কি প্রভাব পড়তে পারে ;
- এই প্রমাণ পাওয়া গেলে তখন তা কোন্ অভিযোগ আনতে সাহায্য করবে।

৬.৫ ফুল কোড টেসট-এ জনসাধারণের স্বার্থ বলতে যা বোঝায় এখানেও তার অর্থ সেই একই, কিন্তু অভিযোগ আনবার সময় হাতে যে তথ্য আছে তার উপরে সেটা নির্ভর করবে এবং এই ক্ষেত্রে তার পরিমাণ প্রায়ই খুব সামান্য হবে।

৬.৬ অভিযোগ আনা এবং জামিনে খালাসের অনুমতি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত অবশ্যই পর্যালোচনা করে যেতে হবে। যে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে সেগুলি অবশ্যই নিয়মিত ভাবে মূল্যায়ন করতে হবে, যাতে অভিযোগ আনাটা যে এখনও উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হচ্ছে এবং জামিনে খালাশ দেবার বিরোধিতা করে যাওয়াটা যে যুক্তিসম্মত হচ্ছে সেই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়।

৭ অভিযোগ নির্বাচন

৭.১ ক্রাউন প্রসিকিউটররা এমন অভিযোগ নির্বাচন করবেন যা :

ক অপরাধের গুরুত্ব ও তা কতবার বা কতদিন ধরে করা হয়েছে সেটা প্রতিফলিত করে ;

খ	আদালতকে যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদান করে যার দ্বারা সাজা দেওয়া সম্ভব হয় এবং দোষী সাব্যস্ত হবার পরে উপযুক্ত অর্ডার দেওয়া যায় ; এবং

গ	কেসটিকে স্বচ্ছ ও সহজ ভাবে উপস্থাপনা করা যায়।

এর অর্থ হল ক্রাউন প্রসিকিউটরদের পক্ষে বেছে নেবার সুযোগ থাকলে তাঁরা যে সবসময় সর্বাপেক্ষা গুরুতর যে অভিযোগটি করা যেতে পারে সেটাই করবেন, বা সেই অভিযোগ করা হয়ে থাকলে সেই পথেই চলবেন তা নয়।

৭.২	অভিযুক্ত ব্যক্তি যাতে অন্ততঃপক্ষে কয়েকটি অপরাধের অভিযোগের ক্ষেত্রে নিজের দোষ স্বীকার করে নেন কেবলমাত্র সেই দিকে তাঁকে উৎসাহিত করার জন্যই ক্রাউন প্রসিকিউটররা কখনই প্রয়োজনের বেশি অভিযোগ আনবেন না। ঠিক সেই একই যুক্তিতে অভিযুক্ত ব্যক্তি একটা কম গুরুতর অপরাধের অভিযোগে যাতে নিজেকে দোষী বলে ঘোষণা করেন সেই দিকে তাঁকে উৎসাহিত করার জন্য তাঁরা কখনই একটা অধিক গুরুতর অপরাধের অভিযোগ আনবেন না।

৭.৩	কোথায় মামলার শুনানী হবে সেই বিষয়ে আদালত বা অভিযুক্ত ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে, কেবল মাত্র সেই কারণেই ক্রাউন প্রসিকিউটররা কখনই অভিযোগ পাল্টাবেন না।

## ৮	মামলা থেকে নিস্কৃতি

প্রাপ্তবয়স্কেরা

৮.১	আদালতে মামলা দায়ের করা হবে কিনা সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার সময় ক্রাউন প্রসিকিউটররা অবশ্যই মামলার বিকল্প উপায়গুলি বিবেচনা করে দেখবেন। উপযুক্ত মনে হলে এমন একটা বিচারব্যবস্থার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে যেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনর্বাসন, ক্ষতি হয়ে থাকলে তার ক্ষতিপূরণ বা পুনরুদ্ধার হওয়া সম্ভব।

৮.২	প্রাপ্তবয়স্ক অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা করার বিকল্প পদ্ধতিগুলির মধ্যে পড়বে সিম্পল কশান (সাধারণ সতর্কীকরণ) এবং কনডিশনাল কশান (শর্তসাপেক্ষ সতর্কীকরণ) ।

সিম্পল কশান

৮.৩	যদি জনসাধারণের স্বার্থে তা করা উচিত মনে হয় তাহলেই কেবল সিম্পল কশান করা হবে এবং তা করা হবে ‘হোম অফিসের নির্দেশ’ অনুসারে। যেখানে এই ধরনের সতর্কীকরণ উপযুক্ত বলে মনে করা হবে সেখানে ক্রাউন প্রসিকিউটররা অবশ্যই পুলিসকে জানাবেন যাতে তাঁরা সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে সতর্ক করতে পারেন। যদি কশান প্রয়োগ করা না যায় কারণ সন্দেহভাজন ব্যক্তি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করছেন, তখন একজন ক্রাউন প্রসিকিউটর কেসটি আবার পর্যালোচনা করে দেখতে পারেন।

কনডিশনাল কশান

৮.৪	যদি প্রসিকিউটর মনে করেন যে যদিও জনসাধারণের স্বার্থের খাতিরে মামলা করা উচিত কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি, অপরাধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং কমিউনিটিকে আরও ভালো ভাবে সাহায্য করা যাবে যদি কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি উপযুক্ত শর্ত পূরণ করেন যার ফলে তাঁকে পুনর্বাসন দেওয়া ও ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব হবে। এর মধ্যে পুনরুদ্ধারও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৮.৫	ক্রাউন প্রসিকিউটররা অবশ্যই এটা সুনিশ্চিত করে নেবেন যাতে যথেষ্ট প্রমাণ আছে যার দ্বারা বিচারে দোষী প্রতিপন্ন করার বাস্তবিক সম্ভাবনা থাকবে এবং যদি কনডিশনাল কশান-এর সুযোগ প্রত্যাখ্যাত হয় বা কশান-এর যে শর্তগুলি মান্য করা হবে বলে ঠিক ছিল অপরাধী যদি সেগুলি না মানেন তাহলে জনসাধারণের স্বার্থে মামলা দায়ের করা যুক্তিযুক্ত হবে।

৮.৬	ক্রাউন প্রসিকিউটররা তাঁদের সিদ্ধান্তে পৌঁছবার সময় অবশ্যই ‘কনডিশনাল কশান কোড অফ্ প্র্যাকটিস’ অনুসারে কাজ করবেন এবং ডাইরেক্টর অফ্ পাবলিক প্রসিকিউশনস্ দ্বারা প্রচারিত বা অনুমোদিত কনডিশনাল কশানিং-এর উপর যে নির্দেশাবলী আছে সেটা মেনে চলবেন।

৮.৭	যেখানে ক্রাউন প্রসিকিউটররা ভাবছেন কনডিশনাল কশানিং প্রয়োগ করাটা যুক্তিযুক্ত হবে, তখন তাঁরা অবশ্যই পুলিসকে বা অন্য কর্তৃপক্ষ যাদের উপর এই কনডিশনাল কশানিং প্রয়োগ করার দায়িত্ব থাকবে, তাঁদের জানাবেন এবং একই সঙ্গে তাঁরা কনডিশনাল কশানিং-এর উপযুক্ত শর্তগুলিও জানাবেন যাতে কনডিশনাল কশান যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করা যায়।

যুবকযুবতীরা

৮.৮	জনসাধারণের স্বার্থের খাতিরে আদালতে মামলা দায়ের করা উচিত হবে কিনা সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার সময় ক্রাউন প্রসিকিউটররা অবশ্যই যুবক বা যুবতীর স্বার্থও বিবেচনা করে দেখবেন। তবে শুধু অভিযুক্ত ব্যক্তির বয়সের কথা বিবেচনা করেই

ক্রাউন প্রসিকিউটররা মামলা দায়ের করা থেকে বিরত হবেন না। অপরাধের গুরুত্ব বা যুবক/যুবতীর পূর্বের আচরণও খুবই গুরুত্ব সহকারে বিচার করে দেখা হবে।

৮.৯ যে সব ক্ষেত্রে যুবকযুবতীরা জড়িত থাকেন সাধারণতঃ সেই ক্ষেত্রগুলিতে মামলা দায়ের করবার জন্য ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের কাছে পাঠানো হয় শুধু তখনই যখন উক্ত যুবক বা যুবতীকে ইতিমধ্যেই একবার রেপ্রিমান্ড (তিরষ্কার) করা হয়েছে এবং ফাইনাল ওয়ার্নিং (শেষবারের মত সতর্কবাণী) দেওয়া হয়েছে। এর ব্যতিক্রম হবে যখন অপরাধ এতই গুরুতর যে এই ব্যবস্থাগুলির মধ্যে কোনওটাই এই ক্ষেত্রে উপযুক্ত নয়, অথবা যুবক বা যুবতী অপরাধ স্বীকার করেন নি। পুনরায় একই অপরাধ যাতে না ঘটে সেটা প্রতিরোধ করবার জন্য রেপ্রিমান্ড এবং ফাইনাল ওয়ার্নিং দেওয়া হয়ে থাকে এবং যদি অপরাধের ঘটনা আবার ঘটে থাকে তখন সেটা প্রমাণ করে যে যুবক বা যুবতীকে যাতে আদালতে না পাঠাতে হয় সেই উদ্দেশ্যে যে ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয়েছিল তা কার্যকরী হয়নি। স্বতরাং জনসাধারণের স্বার্থে সাধারণ ভাবে এই ক্ষেত্রগুলিতে মামলা দায়ের করা প্রয়োজন হবে, যদি না মামলা করার বিরুদ্ধে খুব স্পষ্টভাবে জনসাধারণের স্বার্থসম্পন্ন কোনও কারণ থাকে।

৯ বিচারের পদ্ধতি

৯.১ কোনও মামলায় বিচারাধীন অপরাধের প্রকৃতি যদি এমন হয় যে কোথায় মামলা হবে সেটা বেছে নেবার স্বযোগ থাকে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি অপরাধ স্বীকার না করে থাকেন তাহলে মামলা ক্রাউন কোর্টে যাবে কিনা সেই বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেটদের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস ম্যাজিস্ট্রেটদের বর্তমান নির্দেশাবলী অনুসরণ করে থাকে। ক্রাউন প্রসিকিউটররা অবশ্যই ক্রাউন কোর্টে মামলার বিচারের প্রস্তাব করবেন, যদি নির্দেশাবলীতে তাই করতে বলা হচ্ছে বলে তাঁরা নিশ্চিত হন।

৯.২ দ্রুত গতিতে নিস্পত্তি হবে শুধু এই এক কারণে কখনই একটি মামলাকে ম্যাজিস্ট্রেটদের কোর্টে রাখার অনুরোধ করা উচিত হবে না। কিন্তু যদি কোনও মামলাকে ক্রাউন প্রসিকিউটররা ক্রাউন কোর্টে পাঠাবার কথা ভেবে থাকেন তাহলে তাঁরা অবশ্যই বিবেচনা করে দেখবেন যে দেরি হলে তার কি প্রভাব পড়তে পারে, এবং যদি মামলায় দেরি হতে থাকে তাহলে অপরাধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ও সাক্ষীদের উপর তা কি ধরনের সম্ভাব্য চাপের সৃষ্টি করতে পারে।

১০ দোষ স্বীকারকে গ্রহণ করা

১০.১ অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হয়তো কোনও কোনও অভিযোগের ক্ষেত্রে দোষ স্বীকার করতে চান কিন্তু সব অভিযোগের ক্ষেত্রে নয়। বিকল্পে, তাঁরা হয়তো একটা ভিন্ন, সম্ভবতঃ কম গুরুতর অভিযোগে দোষ স্বীকার করেন কারণ তাঁরা অপরাধের একটা অংশের অপরাধী বলে স্বীকার করে নিচ্ছেন। ক্রাউন প্রসিকিউটররা অভিযুক্ত ব্যক্তির প্লী (অর্থাৎ তিনি যে অপরাধের জন্য দোষ স্বীকার করেছেন) শুধু তখনই গ্রহণ করবেন যদি তাঁরা মনে করেন যে বিচারের শেষে আদালতের পক্ষে যে শাস্তি দেওয়া সম্ভব হবে সেটা অপরাধের গুরুত্বের উপযোগী হবে, বিশেষ করে সেখানে যদি অপকারক কোনও ঘটনা ঘটে থাকে। ক্রাউন প্রসিকিউটররা কখনই অপরাধীর কোনও দোষ স্বীকারকে মেনে নেবেন না কারণ সেটা স্ববিধাজনক হবে বলে।

১০.২ যে প্লী (দোষ স্বীকার/অস্বীকার) দাখিল করা হয়েছে, জনসাধারণের স্বার্থের খাতিরে সেটা গ্রহণ করা হবে কিনা সেই বিষয়ে বিবেচনা করবার সময় ক্রাউন প্রসিকিউটররা অবশ্যই নিশ্চিত হবেন যে অপরাধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের স্বার্থরক্ষা হচ্ছে কিনা এবং সেই ব্যক্তিরা বা তাঁদের পরিবারের সদস্যেরা কোনও মতামত প্রকাশ করে থাকলে যদি সেটা সম্ভব হয়, বিবেচনার মধ্যে রাখা হচ্ছে কিনা। যাই হোক না কেন ক্রাউন প্রসিকিউটরদের উপরেই সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে।

১০.৩ কিসের ভিত্তিতে কোনও প্লী (অপরাধ স্বীকার/অস্বীকার) দাখিল ও গ্রহণ করা হয়েছে আদালতের কাছে এটা স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে হবে। প্রসিকিউটর বা বাদী পক্ষের উকিল যে তথ্যের ভিত্তিতে অভিযোগ এনেছেন তার পরিবর্তে অন্য কোনও তথ্যের ভিত্তিতে যখন কোনও অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ স্বীকার করে নেন এবং যেখানে এর ফলে বিচারে শাস্তি উল্লেখযোগ্য ভাবে পরিবর্তিত হতে পারে, সেখানে আদালতকে প্রথমে পুরো সাক্ষ্যপ্রমাণ শুনে কি ঘটনা ঘটেছিল সেই বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে আহ্বান করা এবং তার পর সেই ভিত্তিতে শাস্তি প্রদান করতে অনুরোধ করা উচিত হবে।

১০.৪ যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি আগে প্রকাশ করে থাকেন যে তিনি শাস্তি প্রদানের সময় আদালতকে একটি অপরাধের কথা বিবেচনা করতে বলবেন এবং পরে আদালতে সেই অপরাধের কথা কবুল করতে অস্বীকার করেন তাহলে ক্রাউন প্রসিকিউটরদের ভেবে দেখতে হবে যে সেই অপরাধের জন্য মামলা দায়ের করা দরকার কিনা। ক্রাউন প্রসিকিউটররা অবশ্যই প্রতিবাদী পক্ষের উকিল ও আদালতের কাছে ব্যাখ্যা করে বলবেন যে উক্ত অপরাধের জন্য মামলা দায়ের করা হবে কিনা সেটা পরে পর্যালোচনা করে দেখা হতে পারে।

১০.৫ কোনও প্লী (অপরাধ স্বীকার/অস্বীকার) বিবেচনা করবার সময় বিশেষভাবে সেই সব ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে যার ফলে অভিযুক্ত ব্যক্তি হয়তো আবশ্যিক ন্যূনতম দণ্ডের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যেতে পারেন। কোনও প্লী দাখিল করা হলে ক্রাউন প্রসিকিউটরদের অবশ্যই যে কথাটা মনে রাখতে হবে তা হল কোনও কোনও অপরাধের জন্য অ্যান্সিলারী (সহায়ক) অর্ডার বার করা যেতে পারে কিন্তু সব অর্ডারের ক্ষেত্রে তা করা যায় না।

১১ শাস্তি দেবার সময় প্রসিকিউটরদের ভূমিকা

১১.১ ক্রাউন প্রসিকিউটররা অবশ্যই নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন :

- কোনও অপকারক বা কোনও লঘুকারক কারণ বাদী পক্ষ থেকে যা উদ্ঘাটন করা হয়েছে ;
- অপরাধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ব্যক্তিগত বক্তব্য ;
- যেখানে উপযুক্ত মনে হবে সেখানে, অপরাধের ফলে কমিউনিটির উপর কি প্রভাব পড়েছে তার প্রমাণ ;
- কোনও বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা বা শাস্তিপ্রদানের কোনও নির্দেশাবলী, যেটা হয়তো সাহায্য করতে পারে ;
- অ্যান্সিলারী (সহায়ক) অর্ডার সম্পর্কীয় প্রাসঙ্গিক কোনও বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা (যেমন, অ্যান্টিসোশ্যাল বিহেভিয়র অর্ডার বা অসামাজিক আচরণের জন্য অর্ডার)।

১১.২ প্রতিবাদী পক্ষের উকিল যদি অপরাধকে লঘু করে দেখাবার উদ্দেশ্যে এমন কোনও বক্তব্য রেখে থাকেন যা অসত্য, ভুল ধারনার সৃষ্টিকারী বা অপমানজনক তাহলে ক্রাউন প্রসিকিউটররা অবশ্যই তার প্রতিবাদ করবেন। প্রতিবাদী পক্ষের উকিল যদি ক্রমাগতই সেই বক্তব্যকে পেশ করতে থাকেন এবং সেটা যদি শাস্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মনে হয় তাহলে অবশ্যই আদালতকে সাক্ষ্যপ্রমাণাদির শুনানীর জন্য অনুরোধ করতে হবে যাতে নির্ভুলভাবে তথ্যবিচার করার পর সেই অনুযায়ী শাস্তিপ্রদান করা যায়।

১২ পুনরায় মামলা শুরু করা

১২.১ ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস এমন সিদ্ধান্ত নেবে যার উপর জনগণ আস্থা রাখতে পারবেন। সাধারণতঃ যদি ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস কোনও সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বলে যে প্রসিকিউশন হবে না অর্থাৎ ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করা হবে না অথবা মামলা বন্ধ করা হয়েছে তখন সেখানেই পুরো ঘটনার নিস্পত্তি হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে এবং কেসটি আর শুরু করা হবে না। কিন্তু কখনও কখনও কিছু বিশেষ কারণ থাকতে পারে যার জন্য ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস পুনরায় মামলা শুরু করতে পারে, বিশেষতঃ যদি সেটা একটা গুরুতর কেস হয়।

১২.২ এই কারণগুলির মধ্যে পড়বে :

ক কিছু বিরল কেস যেখানে আগের সিদ্ধান্তকে পুনর্বিবেচনা করে দেখা গেছে যে সেটা স্পষ্টতঃই ভুল এবং সেটা বহাল রাখা অনুচিত হবে ;

খ যে সব কেস স্থগিত রাখা হয়েছে কারণ সেখানে অনতিদূর ভবিষ্যতে আরও প্রমাণ হাতে পাবার সম্ভাবনা আছে ও তখন সেগুলি জোগাড় ও প্রস্তত করা যেতে পারে। এই সব কেসে ক্রাউন প্রসিকিউটর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জানাবেন যে বাদী পক্ষ আবার মামলা শুরু করতে পারে ; এবং

গ সেই সব কেস যেখানে প্রমাণের অভাবে মামলা বন্ধ করা হয়েছিল কিন্তু পরে যেখানে আরও উল্লেখযোগ্য প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে।

১২.৩ এ ছাড়া আরও কিছু কেস থাকতে পারে, যেগুলিকে ব্যতিক্রম বলে ধরতে হবে এবং যেখানে কোনও ব্যক্তিকে একটি গুরুতর অপরাধের জন্য বিচার করার পর নির্দোষ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। তার পরে নির্দোষ বলে খালাশ করার আগের অর্ডার বাতিল করে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যাতে আবার বিচারের জন্য সামিল হতে হয় সেই উদ্দেশ্যে ডাইরেক্টর অফ্ ক্রাউন প্রসিকিউশনস্ -এর অনুমতি নিয়ে, ও ২০০৩ সালের ক্রিমিনাল জাস্টিস অ্যাক্ট, পার্ট 10 অনুসারে, ক্রাউন প্রসিকিউটররা আপীল কোর্টে একটা অর্ডারের জন্য আবেদন করতে পারেন।

এই কোড্ জনসাধারণের কাছে লভ্য একটি দলিল এবং সি পি এস ওয়েবসাইটে এটা পাওয়া যাবে : www.cps.gov.uk

আরও কপি পেতে হলে নিচের ঠিকানায় লিখুন :

Crown Prosecution Service
Communications Branch
50 Ludgate Hill
London EC4M 7EX
টেলিফোন: 020 7796 8030
ফ্যাক্স: 020 7796 8351
ইমেইল: publicity.branch@cps.gsi.gov.uk

অন্যান্য ভাষায় এর অনুবাদ পাওয়া যাবে এবং অডিও ক্যাসেট ও ব্রেইলেও আপনি এটা পাবেন। দয়া করে উপরের ঠিকানায় সি পি এস কমিউনিকেশন ব্রাঞ্চ-এর সাথে যোগাযোগ করুন।